মেহেরপুরে সাত মাদক সেবণকারীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী পৃথক দুটি অভিযানে মোট ৭ জনকে জেল জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও গভীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ জেল জরিমানা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহা: হাবিবুর রহমান।

কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর বুড়িপুতা গ্রামের মৃত হেরেন শেখের ছেলে মোঃ আলফাজ হোসেন(৫৫),মোঃ নাছির আলীর ছেলে,মোঃ আনোয়ার হোসেন(৩২),ধুলো শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রশিদ(৪০),গাংনী উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ রিয়াসাদ আজিম রনি(৩৭),গোভীপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোঃ রিপন হোসেন,গাংনী শিশির পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃআবু আনছারি আলম(৩৯),গোভীপুর গ্রামের কাইয়ুম চৌধুরীর ছেলে সাব্বির আহমেদ ওরফে জনি(৪০)।

পৃথক দুটি অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর থানার বুড়িপোতা এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে ১৫ গ্রাম গাঁজা সহ ০৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ পান করা অবস্থায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারা ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর গ্রামে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের পরিদর্শক বিনোদবিহারী। তিনি জানিয়েছেন দন্ডপ্রাপ্তদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদক সেবীর জেল জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আনারুল ইসলাম(৫০) নামের এক মাদক সেবীর ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিত আনারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার মটমুড়া স্কুল পাড়ার জয়েদ আলীর ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জামাদি। পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই মাদক সেবীকে দন্ড প্রদান করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

আদলত সুত্রে জানায়, মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ আইন তাকে জেল ও জরিমানা কার হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হোসেন, উপপরিদর্শক মোহাম্মদ খসরু আল মাসুমসহ মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুরের মৃত্যু

ভবঘুরে মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুর সবুজ খান (৩৭) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন সর্দার জানান,সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। এ সময় পাশের খালের উপরে আলম ও সবুজের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছিল। কিছুক্ষন পর দেখি সবুজ বুক ধরে দৌড়াচ্ছে। আর আলম আরেক দিকে দৌড়াচ্ছে। পরে শুনতে পারলাম সবুজকে ছুরি মারা হয়েছে।

মৃত সবুজ খানের মামা বাবু বলেন,আমার ভাগ্নে কোন দিন খারাপ কাজ করত না। সে একটা ফ্রেস ছেলে। আগে কোটচাঁদপুরে দিন মজুরের কাজ করত। মাঝখানে ঢাকা চলে গিয়ে ছিল। সে ঢাকায় ব্যবসা করে। গেল সপ্তাহে বাড়িতে এসেছে। তাঁর সঙ্গে কোন শত্রুতা থাকার কথা না। তবে কেন খুন করল বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন,আলমের ছুরির আঘাত খেয়ে সে দৌড়ে আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে বলে মামা আলম আমাকে কাইছি দিয়ে বুকে মেরেছে বলতে বলতে মটিতে পড়ে যায় । পরে আমি তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। ওই সময় সে বেচে ছিল। চিকিৎসা দেয়ার কিছুক্ষন পর সে মারা যায়। সবুজ খান কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকার মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

অন্যদিকে আলম হোসেন কোটচাঁদপুর সলেমানপুর দাসপাড়ার ঘড়ি ম্যাকানিক শামসুদ্দিনের ছেলে। জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে সে মাদকে আসক্ত ছিলেন। কোন কাজ কর্ম করত না । বর্তমানে একটা সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মাদকদ্রব্য বিক্রি করত বলে জানিয়েন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিরিন সুলতানা জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জীবিত অবস্থায় আসে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেছিলাম। কিছু ক্ষণ পর মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন বলেন,মাদক সেবীর ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কি কারনে এ ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে,যে আম বাগানে বসে সে নেশা করত। সেটা নিয়ে হয়ত দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সবুজ কে ছুরি দিয়ে সে আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর থেকে আলম এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুুতি চলছিল।